যুগান্তর

তারিখ ২৬ SEP 2016 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

রাজবাড়ীতে স্কুলের জমি বিক্রি করে দিয়েছেন প্রধান শিক্ষক

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

রাজবাড়ীতে নিজস্ব জমি বিক্রি করে অন্যের জায়গার ওপর পরিচালিত হচ্ছে নুরজাহান বেগম নামের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কাজীকান্দা গ্রামের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত এ স্কুলটি সরকারি ঘোষণা হয় ২০১৩ সালে। ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়টির পূর্বের নাম ছিল হালিমা চৌধুরী ইন্সটিটিউট। ফরিদপুরের এক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তার মায়ের নামে বিদ্যালয়টি স্থাপনের জন্য জমি দান করেন। পরে প্রবাসী ডাক্তার আবুল হোসেন হাল ধরেন বিদ্যালয়টির। তার স্ত্রীর নামে (নুরজাহান বেগম) এটি প্রবর্তিত হয়। শর্ত মেনে তিনি ৩৩ শতাংশ জমিসহ এফডিআর করার জন্য আরও ৩ লাখ টাকা প্রদান করেন। কিন্তু স্কুলটি থেকে যায় আগের জায়গায়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ রঞ্জন নানা অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ওই সময় স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতির সঙ্গে যোগসাজশে ৩৩ শতাংশের মধ্যে ২৮ শতাংশ জমি গোপনে বিক্রি করে দেন। জানা গেছে প্রধান শিক্ষকের নিয়োগেও নানা ত্রুটি রয়েছে। স্কুলটি ২০১৩ সালের পৌরসভার নিয়ন্ত্রণে থাকায় রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে অনুমতি পায়নি। ফলে সরকারিকরণে নানা বাধার সৃষ্টি হয়। স্কুলের ৪ জন শিক্ষকই ক্ষোভের সঙ্গে জানান, তিনি তো প্রধান শিক্ষক নন। তিনি অন্য শিক্ষকের মতো সহকারী শিক্ষক। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন মাত্র। তার নিয়ম বহির্ভূত কাজের খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ শিক্ষকদের। এ নিয়ে মানববন্ধনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলেছেন ভুক্তভোগীরা। এক পত্রে তার বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন এমপি কাজী কেরামত আলী। এছাড়া জেলা প্রশাসকের কাছে প্রধান শিক্ষকের অপসারণ চেয়ে দরখাস্ত করেছেন এলাকাবাসী। স্কুলের সহসভাপতি মো. আবদুল জলিল মিন্টু জানান, প্রধান শিক্ষক কাউকেই পরোয়া করেন না। তার বিরুদ্ধে ২৭ আগস্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন এলাকাবাসী। ২০১৩ সালে স্কুলটি সরকারি ঘোষণা হওয়ার পর জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নতুন কমিটির সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন.প্রধান শিক্ষক। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে সভাপতি হিসেবে সরকারি কলেজের অধ্যাপককে দায়িত্ব দেয়ার পর প্রধান শিক্ষক তাকে সহযোগিতা না করায় তিনিও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ রঞ্জন জানান, ডাক্তার সাহেব (জমিদাতা, ডাক্তার আবুল হোসেন) যে জমি ক্রয় করেছিলেন, সে জমি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায়। ওই জমির কোনো কার্যকারিতা নেই। ফলে স্কুল উন্নয়নের জন্য তা বিক্রি করা হয়। এ টাকা দিয়ে স্কুলের প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। ২৮ শতাংশ জমি কত টাকা বিক্রি হয়েছে জানতে চাইলে ৫ লাখ টাকার কথা জানান।